রাজনৈতিক তত্ত্ব বলতে কী বোঝো? ৫ marks

সাধারণভাবে রাজনৈতিক তত্ত্ব বলতে বোঝায় রাজনীতির সেইসব অনুমান ও সিদ্ধান্ত যা গড়ে ওঠে মানুষের অভিজ্ঞতা এবং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে। তত্ত্ব বলতে কতকগুলি সাধারন নীতির সূত্রবদ্ধ রূপকে বোঝায়। রাজনৈতিক তত্ত্ব হল রাজনৈতিক বিষয়ে কতকগুলি সাধারন নীতির সূত্রবদ্ধ রূপ।  
জে.সি. ফিল্ড রাজনৈতিক তত্ত্বের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন আমরা রাজনীতির কথা বলতে যেসব বিষয়ের উল্লেখ করি সেগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত, সঙ্গতিপূর্ণ তাত্ত্বিক আলোচনাই হল রাজনৈতিক তত্ত্ব। তাঁর মতে রাজনৈতিক তত্ত্ব হল সঠিক সমাজজীবন নির্মাণের মূল সূত্রগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ।  
ফ্রান্সিস্ কোকারের মতে রাজনৈতিক তত্ত্ব হল রাষ্ট্র, সরকার এবং তার বিভিন্ন রূপ ও কার্যাবলী যেগুলি মানুষের চিরন্তন প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষা ও মতামত অনুধাবন ও মূল্যায়নের তথ্য হিসেবে বিশেষ স্বীকৃতি পায়।  
স্যাবাইন এর মতে রাজনৈতিক তত্ত্ব গোষ্ঠী জীবন ও সংগঠনের সমস্যার সচেতন অনুধাবন এবং সমাধানের প্রচেষ্টা। তিনি আরো বলেন রাজনৈতিক তত্ত্বের কাজ হল রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে সুশৃংখল অনুসন্ধান। ডেভিড ইস্টন এর মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাই হল রাজনৈতিক তত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য। তাঁর মতে তত্ত্ব হলো কোন বিষয় সম্পর্কে ধারনার সাধারণীকরণ।  
উপরোক্ত আলোচনা থেকে রাজনৈতিক তত্ত্বের মূল উপাদান গুলি নির্দেশ করা যায়  
১. রাজনৈতিক তত্ত্ব হলো রাজনীতির মৌলিক ধারণা ও প্রধান প্রধান বিষয়ের পাঠ।  
২. রাজনৈতিক তত্ত্ব রাজনীতির ব্যবহারিক ও আদর্শ রূপ কে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। এটি একই সাথে অভিজ্ঞতাবাদী এবং নীতিনিষ্ঠ তত্ত্ব হিসেবে কাজ করে।

এই আলোচনা থেকে রাজনৈতিক তত্ত্বের দুটি ধারাকে নির্দেশ করা যায় -  
১.আদর্শ বা নীতিমানমূলক তত্ত্ব এবং

২.অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্ব।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তত্ত্ব কয়েকটি বিশেষ দিকের প্রতি ইঙ্গিত করে-

১.বিভিন্ন ঘটনার সম্পর্ক দেখান।

২.ব্যবস্থা বা শাসন প্রণালী সম্পর্কে একটি ধারণা পেশ করা।  
৩.কোন ঘটনা বা অবস্থার রাজনৈতিক দিক গুলি চিহ্নিত করা।  
৪.সমীক্ষা, তুলনার সাহায্যে বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা।  
৫.সম্ভাব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্য ও উপাদানগুলিকে জ্ঞানের সংগঠনে প্রয়োজনমতো কাজে লাগানো।  
রাজনৈতিক তত্ত্বের বিভিন্ন ধারা গুলি কে নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে কিন্তু কোহেন, বার্নহ্যাম,  চার্লস বিয়ার্ড প্রমূখ চিন্তাবিদ দুটি ধারাকে গ্রহণ ও ব্যবহার করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে উদ্দেশ্য মূলক ও গঠনমূলক রাষ্ট্রতত্ত্বের নির্মাণ করার পক্ষপাতি। অনেক চিন্তাবিদদের মতে একটি নতুন, সংগত সমা্‌জ, শান্তি ও নিরাপত্তা ও বৃহত্তর স্বার্থে রাষ্ট্রতত্ত্বের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না।